

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-32 14 November 2026 ◆ Saturday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



শিলচরে পথ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনা, আটক ৪

৯০ শতাংশ সফল অভিযান দাবি পুরনিগমের, পুনর্বাসনের দাবিতে পথে বাঙালি অধিকার মঞ্চ

শিলচর : আগাম নোটিশ দিয়ে শনিবার সকালে শিলচরের ক্যাপিটাল থেকে রাঙ্গিরখাড়ি হয়ে লিংক রোড পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের অবৈধ দখল উচ্ছেদে নামল পুরনিগম। অভিযান শুরুতে নির্বিঘ্নে চললেও হাসপাতাল রোড পয়েন্টে এসে বাধার মুখে পড়ে। পুনর্বাসন ছাড়া পথ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ বেআইনি দাবি করে প্রধানমন্ত্রীর ২০১৪ সালের গেজেট নোটিফিকেশন তুলে ধরে অবরোধ গড়ে তোলে সদ্য গঠিত সর্বভারতীয় বাঙালি অধিকার মঞ্চ। তবে প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই অভিযান চালিয়ে যায় নিগম। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে লিংক রোড পয়েন্ট থেকে সংগঠনের চার সদস্য আইনজীবী সৌমেন চৌধুরী, প্রসেনজিৎ কুমার দেব, দায়েদ হোসেন ও মৌসুমী ধরকে আটক করা হয়।



মঞ্চের বক্তব্য, 'স্ট্রিট ভেন্ডরস (প্রোটেকশন অব লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অব স্ট্রিট ভেন্ডিং) অ্যাক্ট, ২০১৪' অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন ছাড়া পথ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা যায় না। আইনজীবী সৌমেন চৌধুরীর অভিযোগ, আইন মেনেই প্রশাসনের কাজ করা উচিত। অন্যদিকে, উচ্ছেদের আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা না করা এবং তাঁদের জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না করার জন্য শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের জনপ্রতিনিধিদের সমালোচনা করেন মঞ্চের সদস্যরা।

অভিযান শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র অমরেন্দ্র পাল ও ডেপুটি মেয়র বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং দাবি করেন, উচ্ছেদ ৯০ শতাংশ সফল হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, মাত্র ১০ শতাংশ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শহরকে যানজটমুক্ত করা এবং পথচারীদের ফুটপাত ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়াই এই অভিযানের লক্ষ্য বলে জানান তাঁরা।

নিগমের এক্সিকিউটিভ অফিসার অভিজিৎ বে, যিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, জানান, ক্যাপিটাল-রাঙ্গিরখাড়ি অংশে তীব্র যানজট ও ফুটপাত দখলের সমস্যা দূর করতেই আগাম সময় দিয়ে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

১৪ ডিসেম্বর থেকে অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

গুয়াহাটি : আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ষোড়শ অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। শুক্রবার বিধানসভা সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য সোমবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে দিসপুরের বিধানসভা কক্ষে অধিবেশন আহ্বান করেছেন। সংবিধানের ১৭৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আহূত এই অধিবেশন হবে ষোড়শ বিধানসভার তৃতীয় অধিবেশন। অধিবেশনে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সম্পূরক বাজেট পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিলও আলোচনায় আসতে পারে। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা আয়ুষ্মান অসম যোজনার জন্য ২০০ কোটি এবং প্রজ্ঞান ভারতী প্রকল্পে কলেজে বিনামূল্যে ভর্তির জন্য ১০৮.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দে অনুমোদন দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রভাব নিয়েও অধিবেশনে আলোচনা হতে পারে।

ছটপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার গঙ্গার ঘাটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

কলকাতা : ছটপুজো উপলক্ষে রবিবার কলকাতা ও হাওড়ার গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। লঞ্চে করে গঙ্গা থেকে ঘাটগুলির প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তিনি। পাশাপাশি হাওড়া বা কলকাতার কোনও একটি ঘাটে নেমে ছটপুজোয় অংশ নেওয়ারও কথা রয়েছে তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শনিবার হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটের প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং, জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়া-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, নাজিরগঞ্জ ও ঘুসুড়ির ঘাটগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত আলো, সিসিটিভি, মহিলাদের চেঞ্জিং রুম, বায়ো টয়লেট ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাঙা ঘাট মেরামতের পাশাপাশি নিরাপত্তায় ব্যারিকেড ও এনডিআরএফ দল মোতায়েন থাকবে। মন্ত্রীর দাবি, প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করে ছটপুজোয় অংশ নেবেন।



বড়খলায় ডাম্পার থেকে ৬০ কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার

শিলচর : মিজোরাম থেকে অসমে মাদক পাচারের বড়সড় চক্রের হদিস মিলল কাছাড়ে। অসম রাইফেলস ও ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের (ডিআরআই) যৌথ অভিযানে বড়খোলায় একটি ডাম্পার ট্রাক থেকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা মূল্যের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।



গোয়েন্দা সূত্রে মিজোরাম থেকে মাদক পাচারের খবর পেয়ে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। নিরাপত্তাকর্মীদের দেখে ডাম্পার নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন চালক। ধাওয়া করে গাড়িটি আটকানোর পর তল্লাশিতে গাড়ির কাঠামোর মধ্যে তৈরি গোপন কুঠুরি থেকে ইয়াবা উদ্ধার হয়। আটক ব্যক্তি, মাদক ও ডাম্পারটি তদন্তের জন্য ডিআরআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর ধলাই বাজারে যৌথ অভিযানে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের ২০ কেজি ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন উদ্ধার হয়েছিল। ওই ঘটনায় তিনজন গ্রেফতার হন।

হর্নবিল উৎসব উপলক্ষে গুয়াহাটি-ডিমাপুরে বিশেষ উড়ান এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের, ২৮ নভেম্বর থেকে চালু পরিষেবা

গুয়াহাটি : নাগাল্যান্ডের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আরও সহজে পৌঁছে দিতে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-কে কেন্দ্র করে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এ বছরের উৎসবের সরকারি বিমান সহযোগী হিসেবে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসকে ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে গুয়াহাটি-ডিমাপুর রুটে বিশেষ উড়ান চালু করবে বিমান সংস্থাটি।



শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসকে ফের উৎসবের বিমান সহযোগী হিসেবে স্বাগত জানান। তাঁর মতে, এই অংশীদারিত্ব নাগাল্যান্ডের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নতুন সুযোগ তৈরি করবে। বিভিন্ন সংস্কৃতিকে উদ্‌যাপনে বিমান সংস্থাটির আগ্রহের প্রশংসা করে রিও বলেন, এই উদ্যোগ শুধু বিমান যোগাযোগ বাড়াবে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির সংযোগও গড়ে তুলবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে নাগাল্যান্ডের পরিচিতি আরও বাড়বে।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ২৮ নভেম্বর থেকে চালু হওয়া বিশেষ উড়ানের মাধ্যমে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বইয়ের মতো শহর থেকে এক স্টপে ডিমাপুর পৌঁছনো যাবে। হর্নবিল উৎসবে পর্যটকদের যাতায়াত সহজ করতেই এই উদ্যোগ।

পুর নির্বাচনের প্রচারে জোট বদল নিয়ে সিপিএম-কংগ্রেসকে নিশানা বিপ্লবের

ধর্মনগর : রাজনৈতিক অবস্থান ও জোট বারবার বদলানোর অভিযোগ তুলে সিপিএম ও কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে আসন্ন পুর নির্বাচনের প্রচারে দলীয় কর্মীদের সভায় তিনি বলেন, যারা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানই স্থির রাখতে পারে না, তারা কীভাবে জনগণকে প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা দেবে? ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেস একসঙ্গে লড়লেও এবার পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে উল্লেখ করেন বিপ্লব। তাঁর প্রশ্ন, বারবার জোট বদলানো দলগুলিকে মানুষ কীভাবে বিশ্বাস করবে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি উন্নত ভারতের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও দাবি করেন তিনি। বিরোধী নেতাদের গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে সামাজিক মাধ্যমে বিজেপির সমালোচনায় ব্যস্ত থাকার অভিযোগও তোলেন বিপ্লব।



কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শনিবার, ২৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

জ্বালানি নিরাপত্তাই উন্নত ভারতের ভিত

প্রায় ১৫০ কোটি মানুষের ভারতের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ আর প্রচলিত জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। শিল্প, কৃষি, পরিবহণ ও গৃহস্থালিতে বিদ্যুতের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণনের পূর্বাভাস, ২০৭০ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় প্রায় সাত গুণ হতে পারে। এই সম্ভাবনা শুধু উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর প্রশ্ন নয়; দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

ভারতের জ্বালানি ব্যবস্থার বড় দুর্বলতা জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানিনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বাড়লে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়, চাপে পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার, দুর্বল হয় টাকার বিনিময়মূল্য এবং মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোয় ব্যয় করার মতো বিপুল অর্থ চলে যায় জ্বালানি কেনায়। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সংঘাতও দেখিয়েছে, কয়েকটি সরবরাহপথে অস্থিরতা তৈরি হলেই বিশ্ববাজারে কত দ্রুত সংকট ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই জ্বালানি নিরাপত্তা এখন আর নিছক অর্থনৈতিক বিষয় নয়; তা জাতীয় নিরাপত্তারও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বাস্তবতায় বিদ্যুৎনির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোনো জরুরি। বৈদ্যুতিক যানবাহন, ইন্ডাকশন চুল্লি এবং শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে হবে। তবে শুধু তেল বা গ্যাসের বদলে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই চলবে না। সেই বিদ্যুতের উৎস হতে হবে পরিচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য। সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কয়লানির্ভরতা ধাপে ধাপে কমাতে হবে। পরিবর্তনের গতি এমন হওয়া দরকার, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি না তৈরি হয় এবং সাধারণ গ্রাহকের ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝাও না পড়ে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। অজীবাশ্ম উৎসের স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা ৩০০ গিগাওয়াট ছাড়িয়েছে। ২০২৫ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার ৫০ শতাংশ অজীবাশ্ম উৎস থেকে অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের আগেই পূরণ হয়েছে। গত এক দশকে সৌরবিদ্যুতের উৎপাদনক্ষমতা কয়েক গিগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৭০ গিগাওয়াটের বেশি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার আওতায় লক্ষ লক্ষ পরিবার ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ পাচ্ছে। এতে বিদ্যুতের খরচ কমার পাশাপাশি পরিবারগুলি শক্তি উৎপাদনের অংশীদার হচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে। তবু সাফল্যের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করতে হবে। সূর্যালোক ও বাতাসের প্রাপ্যতা সব সময় সমান নয়। ফলে উৎপাদনের ওঠানামা সামলাতে উন্নত ব্যাটারি, দীর্ঘমেয়াদি শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তি এবং স্মার্ট গ্রিড অপরিহার্য। সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বিদ্যুতের অপচয় রোধ এবং দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারেও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সবুজ হাইড্রোজেন ইস্পাত, সার উৎপাদন ও ভারী পরিবহণের মতো ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হতে পারে। কিন্তু তাকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করতে ধারাবাহিক গবেষণা, পরিকাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি প্রয়োজন।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, শিল্পসংস্থা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাকে কেবল তাত্ত্বিক চর্চায় আটকে রাখলে চলবে না; পরীক্ষামূলক উৎপাদন থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োগ পর্যন্ত কার্যকর সেতুবন্ধন গড়তে হবে। সৌর প্যানেল, উন্নত ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং গ্রিড প্রযুক্তির জন্য বিদেশের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা থাকলে তেল আমদানির জায়গায় নতুন প্রযুক্তিনির্ভরতা তৈরি হবে। তাই দেশীয় উৎপাদন, মেধাস্বত্ব এবং নিজস্ব প্রযুক্তি বিকাশে জোর দিতে হবে। তরুণ বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন, ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ এবং আমলাতান্ত্রিক বাধামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। জ্বালানি পরিবর্তনের সুফল শহর ও শিল্পাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। গ্রাম, পাহাড়ি জনপদ এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে। বিকেন্দ্রীভূত সৌরব্যবস্থা সেখানে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, যদি সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর ব্যবস্থা থাকে। একই সঙ্গে বিদ্যুতের অপচয় কমানো এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি গ্রহণে নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

২০৪৭ সালের উন্নত ভারত এবং ২০৭০ সালের নিট-শূন্য নিঃসরণ লক্ষ্য অর্জনের পথ জ্বালানি নীতির মধ্য দিয়েই অনেকখানি নির্ধারিত হবে। সরকার, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও নাগরিক;সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। উন্নয়ন মানে শুধু বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়; সেই বিদ্যুৎ কতটা পরিচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমদানির ঝুঁকি কমিয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের শক্তিতে এগোতে পারলেই জ্বালানি নিরাপত্তা উন্নত ভারতের মজবুত ভিত হয়ে উঠবে।

উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে যোগীর প্রশ্ন, চাপে নির্বাচন কমিশন!

ললিত গর্গ

এসআইআর প্রক্রিয়ার পক্ষে সওয়াল করেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার অসংগতি নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকা ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকায় থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বিধানসভা ভোটার তালিকায় নেই। যোগীর এই অবস্থান বিরোধীদের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। আর সেই উত্তাপের কেন্দ্রে এবার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার অভিযোগ। এতদিন নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে সরব ছিল বিরোধী শিবির। সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবও বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এবার সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দু ভোটারের নাম বিধানসভা ভোটার তালিকায় নেই। ফলে বিরোধীদের পাশাপাশি শাসকদলের অন্দরেও ভোটার তালিকার নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তবে যোগীর অবস্থানকে বিরোধীদের দাবির সঙ্গে এক করে দেখার সুযোগ নেই। তিনি এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানাননি। বরং তাঁর আপত্তি সংশোধনের পদ্ধতির চেয়ে চূড়ান্ত তালিকায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান ও বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যা নিয়ে। অর্থাৎ, নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে সমর্থন করেও সেই প্রক্রিয়ার ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী।

যোগীর বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েত ভোটার তালিকায় থাকা প্রায় ৬৬ লক্ষ মানুষের নাম বিধানসভা ভোটার তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে বিভিন্ন সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রায় ৫৫ লক্ষ সুবিধাভোগী এবং নতুন করে ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ তরুণের নামও বিধানসভা ভোটার তালিকায় নেই বলে তাঁর দাবি। সব মিলিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে উদ্বেগ জানিয়েছেন তিনি।

পরিসংখ্যান বলছে, এসআইআর সংশোধনের আগে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটার তালিকায় প্রায় ১৫.৪৪ কোটি নাম ছিল। সংশোধনের পর সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩.৩৯ কোটিতে। অন্যদিকে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার ভোটার তালিকায় এখনও প্রায় ৩.৪৫ কোটি অতিরিক্ত নাম রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই ব্যবধান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তবে দুটি তালিকার মধ্যে সংখ্যাগত পার্থক্য থাকলেই যে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটার বাদ দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়, এমন নয়। পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা পৃথক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। ফলে বয়স, ঠিকানা, স্থানান্তর, মৃত্যুর তথ্য এবং তালিকা সংশোধনের সময়সীমার মতো নানা কারণে দুই তালিকায় অমিল থাকতে পারে। কিন্তু সেই অমিলের ব্যাখ্যা দেওয়া এবং প্রকৃত যোগ্য ভোটারদের নাম নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যোগী আদিত্যনাথের মতো বিজেপির একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন ভোটার তালিকার অসংগতি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলছেন, তখন বিষয়টি আর নিছক বিরোধীদের রাজনৈতিক অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। জাতীয় স্তরে বিজেপি নেতৃত্ব সাধারণত নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিরোধীদের ভোট চুরির অভিযোগও খারিজ করেছে শাসকদল। সেই পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি করেছে।

প্রশ্ন উঠছে, এসআইআর নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে কি কোনও মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে? আপাতত এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মতো পর্যাপ্ত তথ্য নেই। যোগীর দফতর থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপি পাঠানোর কথাও সামনে এসেছে। তবে তাঁর প্রকাশ্য বক্তব্য বিজেপির প্রচলিত অবস্থানের সঙ্গে কিছুটা ভিন্ন সুর তৈরি করেছে। বিশেষ করে, ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগকে প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এর আগে গত ডিসেম্বরেও যোগী দাবি করেছিলেন, উত্তরপ্রদেশে প্রায় চার কোটি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাদ পড়তে পারেন এমন ভোটারদের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশই বিজেপির সমর্থক। ফলে তাঁর বর্তমান উদ্বেগের পিছনে যে নির্বাচনী অঙ্কও রয়েছে, তা স্পষ্ট। উত্তরপ্রদেশ দেশের বৃহত্তম রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার সমীকরণ নির্ধারণে এই রাজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির ক্ষমতার লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশের ফলাফল বরাবরই নির্ণায়ক প্রভাব ফেলে। সেই রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা বিজেপির পক্ষেও স্বস্তিদায়ক হতে পারে না।

অন্যদিকে, যোগীর বক্তব্য বিরোধীদের আন্দোলনকেও নতুন শক্তি জুগিয়েছে। সমাজবাদী পার্টি-সহ বিরোধী দলগুলি দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে, এসআইআরের নামে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যখন বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম না থাকার কথা বলছেন, তখন নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দাবি আরও জোরালো হওয়া স্বাভাবিক।

তবে যোগীর অভিযোগ বিরোধীদের ভোট চুরির তত্ত্বকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করে না। বরং তাঁর বক্তব্যে একটি ভিন্ন দিকও উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে বিজেপির সমর্থকও রয়েছেন। ফলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পিছনে পরিকল্পিতভাবে কোনও একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল;এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ভিত্তি এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাজের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন যোগ্য নাগরিকের নাম ভুলবশত বাদ পড়লে তিনি শুধু একটি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার হারান না, তাঁর সাংবিধানিক অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়। তাই সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটারদের বাদ পড়া যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনই ভুয়ো বা অযোগ্য ভোটারের নাম তালিকায় রেখে দেওয়াও কাম্য নয়। দুই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ যাচাই, স্বচ্ছ তথ্য প্রকাশ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা।

নির্বাচন কমিশনের উচিত পঞ্চায়েত, সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং বিধানসভা ভোটার তালিকার মধ্যে থাকা অসংগতিগুলি যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেওয়া। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের আপিল ও পুনর্নিবন্ধনের সুযোগও সহজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ বা পাল্টা অভিযোগের ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত ভোটারদের অধিকার রক্ষা করাই হওয়া উচিত কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।

উত্তরপ্রদেশের এই বিতর্কের রাজনৈতিক তাৎপর্য যতই থাকুক, এর মূল প্রশ্নটি দলীয় রাজনীতির চেয়ে অনেক বড়। এসআইআর প্রক্রিয়ার ত্রুটি আছে কি না, তা তদন্তে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকা পরিবর্তনের অভিযোগ উঠলে তারও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান জরুরি। যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্য বিরোধীদের অভিযোগকে পুরোপুরি সত্য প্রমাণ করে না, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সামনে জবাবদিহির প্রশ্নটি আরও জোরালো করে তুলেছে।

মণিপুরে ফের সংঘাতের আশঙ্কা, উখলে গুলিতে নিহত ৪ নাগা নাগরিক

সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের হামলা, নিহতদের মধ্যে দু'জন মহিলা

ইম্ফল : মণিপুরে নতুন করে নাগা-কুকি সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার নাগা ও কুকিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে এক মহিলার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুক্রবার উখল জেলায় সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারালেন চার তাংখুল নাগা নাগরিক। নিহতদের মধ্যে দু'জন মহিলা রয়েছেন। ইম্ফল-উখল ২০২ নম্বর জাতীয় সড়কের নিউ হেভেন এলাকায় চলন্ত দু'টি গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। দিনের আলোয় আসাম রাইফেলসের শিবির থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে এই হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে একটি বোলেরো পিকআপ ও একটি সুইফট গাড়ি



উখলের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ওঁত পেতে থাকা দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শাংশাক গ্রামের কাপাংখুই আরএস ও হাওলিলা আরএস এবং তাশার গ্রামের খানমিলা কেইশিং ও অগাস্ট গালুংয়ের। ঘটনাস্থলটি উখল শহর থেকে প্রায় ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সেনাপতি জেলার কাইলেংজাং ও কাংপোকপি জেলার তাফু কুকি গ্রামে নাগা-কুকি সংঘর্ষে ৪২ বছর বয়সি এক কুকি মহিলার মৃত্যু হয়। আহত হন আরও দু'জন। পরপর এই দুই ঘটনায় পাহাড়ি জেলাগুলিতে উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নাগা সংগঠনগুলির অভিযোগ, শুক্রবারের হামলার পিছনে কুকি জঙ্গিরা রয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে ইম্ফল ও উখলগামী যানবাহনকে লিটন-মহাদেব রুটে বাহিনীর এসকর্ট দেওয়া হয়। কিন্তু শুক্রবারের হামলার সময় সেই নিরাপত্তা কোথায় ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হামলাকারীরা কীভাবে আসাম রাইফেলসের শিবিরের এত কাছে গুলি চালিয়ে পালাল, তার তদন্ত দাবি করেছে নাগা সংগঠনগুলি।

কাজিরাঙার দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য মোদির

গুয়াহাটি : কাজিরাঙার কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ২৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রতিটি মৃতের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে সামাজিক মাধ্যম এক্সে এই ঘোষণা করা হয়। শোকবার্তায় মোদি বলেন, অসমের গোলাঘাট জেলায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, জাতীয় সড়ক ৭১৫-এ কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের কাছে কোহরা রেঞ্জের রংগাজান এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। হাতিখুলি চা-বাগানের কাছাকাছি একটি যাত্রীবাহী মিনিবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি কন্টেনার ট্রাকের। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থলেই বহু যাত্রীর মৃত্যু হয়। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪।

মণিপুর হিংসার তদন্তে ফের মেয়াদ বৃদ্ধি, রিপোর্ট জমার নতুন সময়সীমা ২০২৭ সালের ২০ মে

ইম্ফল : মণিপুরের ২০২৩ সালের জাতিগত হিংসার তদন্ত শেষ করতে আরও ছয় মাস সময় পেল কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা ২০২৭ সালের ২০ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই নিয়ে সপ্তমবারের জন্য কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল। ফলে মণিপুরের ভয়াবহ জাতিগত সংঘর্ষের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট পেতে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিশনকে যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কোনও অবস্থাতেই ২০২৭ সালের ২০ মে-র পর রিপোর্ট জমা দেওয়া যাবে না বলে নতুন সময়সীমায় স্পষ্ট করা হয়েছে।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিচারপতি বলবীর সিং চৌহানের নেতৃত্বে কমিশনটি কাজ করছে। ২০২৩ সালের ৪ জুন মণিপুর সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্র এই তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল। প্রথমে কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন গৌহাটি হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা। পরে ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর পদত্যাগের পর ১ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিচারপতি চৌহান।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুরে যে ভয়াবহ জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, তার নেপথ্যের ঘটনাক্রম ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখাই কমিশনের মূল দায়িত্ব। সংঘর্ষে ২৬০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। আহত হন বহু মানুষ। অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক হিংসার জেরে হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়শিবিরে থাকতে বাধ্য হন। পার্বত্য জেলাগুলিতে আয়োজিত একটি আদিবাসী সংহতি মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত।

জখলাবন্ধা থেকে নুমালিগড় পর্যন্ত রাস্তার দুরবস্থাকে 'মৃত্যুফাঁদ' আখ্যা অখিলের, দ্রুত সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের দাবি

গুয়াহাটি : কাজিরাঙার কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু অন্তত ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানালেন রাইজর দলের বিধায়ক অখিল গগৈ। একই সঙ্গে জখলাবন্ধা থেকে নুমালিগড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বেহাল দশা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সড়কের দুরবস্থা যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। অথচ কাজিরাঙার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্যটনকেন্দ্রে যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ এটি।

শুক্রবার, ১৩ নভেম্বরের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ২৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেন অখিল গগৈ। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে অন্তত ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দাবি জানান তিনি।



তবে শুধু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হবে না বলে মনে করেন রাইজর দলের এই বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সড়কের পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক নজরদারির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

জখলাবন্ধা থেকে নুমালিগড় পর্যন্ত সড়কের পরিস্থিতিকে অত্যন্ত শোচনীয় বলে উল্লেখ করেছেন অখিল। তাঁর কথায়, এই পথ কার্যত 'মৃত্যুফাঁদে' পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান দেখতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ফলে সড়কের এমন দুরবস্থা অসমের ভাবমূর্তির পক্ষেও অত্যন্ত বিব্রতকর।

অবিলম্বে ওই জাতীয় সড়কের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

লখিমপুরে ফের উচ্ছেদ অভিযান, বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বসতবাড়ি ও নির্মাণ

১৯ বিঘা জমি দখলমুক্ত করার দাবি প্রশাসনের, অভিযানের মুখে ১৩২টি পরিবার

লখিমপুর : অসমে সরকারি জমি থেকে দখলদার উচ্ছেদে ফের সক্রিয় প্রশাসন। শুক্রবার লখিমপুর জেলার বগীনদির এক নম্বর ও দুই নম্বর প্রফেশনাল গ্রেজিং রিজার্ভ (পিজিআর) এলাকায় বুলডোজার চালিয়ে ১৯ বিঘা জমি দখলমুক্ত করার অভিযান চালানো হয়। প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি বেআইনিভাবে দখল করে বসতি ও বিভিন্ন নির্মাণ গড়ে তোলা হয়েছিল।

জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই এলাকায় ১৩২টি পরিবারের মোট ৭০৪ জন বসবাস করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ ছিল। সেখানে স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের পাশাপাশি একটি মসজিদ এবং সুপারি বাগানও গড়ে তোলা হয়েছিল বলে প্রশাসন জানিয়েছে। উচ্ছেদের আগে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে সরকারি নোটিস দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি প্রশাসনের। নোটিস সত্ত্বেও জমি খালি না করায় শুক্রবার বুলডোজার নামানো হয়। অভিযানে বাড়িঘর-সহ বিভিন্ন নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

প্রশাসনের বক্তব্য, পিজিআর এবং ভিলেজ গ্রেজিং রিজার্ভ (ভিজিআর) জমি মূলত স্থানীয় মানুষের গবাদি পশু চরানোর জন্য সংরক্ষিত। এই জমি ব্যক্তিগত দখলে চলে গেলে সাধারণ মানুষের অধিকার এবং সামষ্টিক সম্পদের ব্যবহার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সংরক্ষিত জমি থেকে



দখল সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, শনিবার অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর কৈলামারি ও বরবিল এলাকাতেও উচ্ছেদ অভিযান চালানোর প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। লখিমপুরের জেলাশাসক জানিয়েছেন, পিজিআর ও ভিজিআর হিসেবে চিহ্নিত সরকারি জমিতে কোনও বেআইনি নির্মাণ বা দখল বরদাস্ত করা হবে না।

রাজ্য সরকারের উচ্ছেদ নীতির ধারাবাহিকতায় এই অভিযানকে সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরছে প্রশাসন। তবে অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন, তাঁদের বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং জমির দখল সংক্রান্ত অভিযোগের পৃথক নিষ্পত্তি নিয়ে এই প্রতিবেদনে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

গুয়াহাটিতে মাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, পরে বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু নবম শ্রেণির পড়ুয়ার

গুয়াহাটি : পারিবারিক পরিসরে ভয়াবহ ঘটনা গুয়াহাটিতে। মাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। এর কিছুক্ষণ পরই শহরের এবিসি এলাকার একটি বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ওই কিশোরের। শুক্রবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বামুনিমৈদামের হলধি মিল এলাকার ইস্ট জ্যোতিনগরে নিজেদের বাড়িতেই মায়ের উপর হামলা চালায় ওই পড়ুয়া। গুরুতর জখম হন তাঁর ৫০ বছর বয়সি মা চন্দ্রাণী কলিতা। তাঁকে দ্রুত গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত কিশোর গীতানগরের গুরুকুল স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। মায়ের উপর হামলার ঘটনার পর সে স্কুলের একটি গ্রুপে বিষয়টি লিখেছিল বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এরপর গুয়াহাটির এবিসি এলাকার একটি বহুতল থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়। হামলার নেপথ্যের কারণ এবং কিশোরের মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে বিপর্যয়, চার ঘণ্টা বন্ধ আমেরিকার বিমান পরিষেবা

৯/১১ হামলার পর এই প্রথম দেশজুড়ে এমন নিষেধাজ্ঞা



নিউ ইয়র্ক : এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে প্রায় চার ঘণ্টার জন্য দেশজুড়ে বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখল আমেরিকা। শুক্রবারের এই ঘটনায় মার্কিন বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং পরিষেবা ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১১ হাজার উড়ান এই বিঘ্নের কারণে প্রভাবিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর এই প্রথম দেশজুড়ে বিমান চলাচলে এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেল ৩টা ৫৪ মিনিটে, ভারতীয় সময় শনিবার রাত ২টা ২৪ মিনিটে, মার্কিন ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) আমেরিকা থেকে ছেড়ে যাওয়া সমস্ত উড়ান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। বিমানবন্দরগুলিতে মাটিতে থাকা বিমানগুলিকে উড্ডয়নের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সংস্থার তরফে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল কেন্দ্রে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বিমান চলাচল অব্যাহত রাখলে নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। যাত্রী ও বিমানকর্মীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় এফএএ।

তবে নিষেধাজ্ঞা জারির সময় আকাশে থাকা বিমানগুলিকে মাঝপথে থামানো হয়নি। সেগুলিকে নির্ধারিত গন্তব্যে নিরাপদে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে উড়ন্ত বিমানগুলির যাত্রা সম্পূর্ণ হলেও নতুন করে কোনও বিমানকে ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রায় চার ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিমান পরিষেবা ধীরে ধীরে চালু হতে শুরু করে।

হঠাৎ এই নিষেধাজ্ঞার জেরে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষার মুখে পড়তে হয়। একের পর এক উড়ান বাতিল ও বিলম্বিত হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়ায়। বহু যাত্রীর সংযোগকারী উড়ান ধরার পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। বিমান সংস্থাগুলির সময়সূচি ও পরিষেবা পরিচালনায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বিমানবন্দরে আটকে পড়া যাত্রীদের নতুন সময়সূচি জানতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। এফএএ-র নির্দেশের ফলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় রুটেই বিমান চলাচলের সূচি ও যাত্রী পরিষেবা ব্যাহত হয়।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আল কায়দার সন্ত্রাসবাদীরা চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে আমেরিকায় ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল। ওই হামলার পর নিরাপত্তার কারণে দেশজুড়ে সমস্ত অসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনে সাম্প্রতিক ঘটনাটি মার্কিন বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

দোনবাস ছাড়লে ন্যাটোয় জায়গা! ইউক্রেনকে ট্রাম্পের অভিনব প্রস্তাব



মস্কো : চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে এবার নতুন প্রস্তাব দিল আমেরিকা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দাবি, দোনবাস অঞ্চল রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দিলে ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে এই প্রস্তাব এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন এবং রাশিয়ার সম্মতি নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে জেলেনস্কি জানান, আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রথমবার এমন একটি সমীকরণ সামনে আনা হয়েছে। তাঁর কথায়, ইউক্রেন ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলে দোনবাস থেকে সরে আসতে রাজি হবে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে ওয়াশিংটন। তবে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর উপর কোনও বিধিনিষেধ না থাকা এবং দেশ পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে।

জেলেনস্কি স্পষ্ট করেছেন, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। প্রস্তাবে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি থাকলে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়া হবে। ইউক্রেনের মানুষই ঠিক করবেন, দেশের ভবিষ্যৎ এবং ভূখণ্ডের প্রশ্নে তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে রাশিয়ার সম্ভাব্য হামলা থেকে সুরক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই ন্যাটোর সদস্যপদ দাবি করে আসছে কিয়েভ। অন্যদিকে, রাশিয়ার দাবি, ইউক্রেনের ন্যাটোয় যোগদান তাদের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে সরাসরি বিপজ্জনক। জেলেনস্কি বরাবরই ইউক্রেনের সার্বভৌম ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। ফলে দোনবাস নিয়ে নতুন প্রস্তাব কিয়েভের সামনে কঠিন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

এদিকে, যুদ্ধবিরতির পথ খুঁজতে সক্রিয় রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন দূত জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফ মস্কোয় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার আয়ারল্যান্ডের রাজধানীতে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েছেন।

সরকারি রাস্তা জবরদখল! বিজেপি বিধায়ক মৈথিলী ঠাকুরের বাড়িতে বুলডোজার

পাটনা : সরকারি রাস্তা দখলের অভিযোগে বিহারের বিজেপি বিধায়ক তথা সঙ্গীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুরের বাড়ির বেআইনি পাঁচিল ভেঙে দিল প্রশাসন। শুক্রবার দ্বারভাঙার পৌখরাভিন্দা গ্রামে জমি মাপজোকের পর রাস্তার একাংশ দখলের প্রমাণ মেলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা ছাড়াও মন্দির, নিকাশি নালা-সহ একাধিক সরকারি জমি দখল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও অভিযোগ জমা পড়েছিল। এরপর ডেপুটি কালেক্টর অজয় কুমার ও সার্কেল অফিসার অলোক কুমারের উপস্থিতিতে পাঁচিল ভেঙে রাস্তা মুক্ত করা হয়। মৈথিলী অবশ্য পরিবারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ও শাহের কাছে জবাব চেয়েছেন তেজস্বী যাদব।

চিনে ট্রাম্প-পুতিন-জিনপিং বৈঠকের সম্ভাবনা, আলোচনায় পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ



ওয়াশিংটন : আগামী সপ্তাহে চিন সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দক্ষিণ চিনের শেনঝেনে আয়োজিত এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সমন্বয় সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনকে ঘিরে তিন রাষ্ট্রনেতার এই সফর ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সম্মেলনের ফাঁকে ট্রাম্প, পুতিন ও জিনপিংয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গিয়েছে।

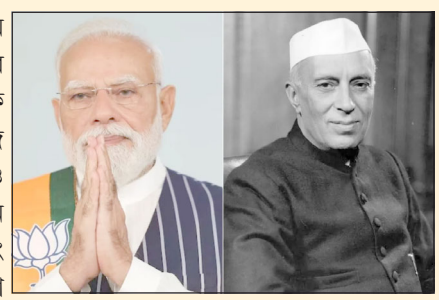
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস জানিয়েছেন, সম্মেলনে যোগ দিতে ট্রাম্প বুধবার গভীর রাতে শেনঝেনে পৌঁছবেন। বৃহস্পতিবার শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও বসবেন তিনি। ২০২৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি হবে দুই নেতার চতুর্থ বৈঠক। ওয়েলসের কথায়, ট্রাম্প বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং অস্ত্রভাণ্ডার হ্রাসের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। তাঁর মতে, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মনে করা হচ্ছে, তিন রাষ্ট্রনেতার আলোচনায় ইরান প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা কম। সংবাদসংস্থা এপি ও রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক মার্কিন আধিকারিক জানিয়েছেন, বৈঠকের পর কোনও চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নেই। মস্কো ও বেইজিংয়ের তরফে অবশ্য এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ গত ফেব্রুয়ারিতে শেষ হওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশ্বের দুই বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশের অস্ত্রভাণ্ডার এখন কার্যত কোনও বড় নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় নেই। রাষ্ট্রসংঘ উভয় দেশকে দ্রুত নতুন চুক্তিতে পৌঁছনোর আহ্বান জানিয়েছে। ট্রাম্প অবশ্য জানিয়েছেন, পুরনো চুক্তির পরিবর্তে চিনকেও অন্তর্ভুক্ত করে আরও উন্নত সমঝোতা সম্ভব।

এর পাশাপাশি রাশিয়ার জ্বালানি বাণিজ্য নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের অবস্থানও ইউরোপে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। মস্কোর তেল-গ্যাসের ক্রেতা দেশগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের সম্ভাবনা এবং রুশ ডিজেল আমদানি নিয়ে বিতর্কে ওয়াশিংটনের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে মোদির এক লাইনের শ্রদ্ধা, রাহুল-রাজনাথের বার্তায় দেশ গঠনে অবদানের স্মরণ



নয়াদিল্লি : দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১৩৭তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার শিশু দিবসেও নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তবে প্রধানমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত এক লাইনের বার্তা রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।' অন্যদিকে, রাজনাথ সিং স্বাধীনতা সংগ্রামে নেহরুর অবদান এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ গঠনে তাঁর নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন।

রাহুল গান্ধীও নেহরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য, সমতা ও বিজ্ঞানমনস্ক ভারতের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতা নেহরুর কাছে কোনও চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল না, বরং নতুন জাতি গঠনের সূচনা। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে মোদির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। ওই দিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গুজরাটের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নেহরুর জন্মদিনে তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তাকে ঘিরে সেই প্রসঙ্গও নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণায় অস্বস্তিতে ঢাকা,
বাংলাদেশের রাজনীতি কি ক্রমশ প্রহসনে পরিণত হচ্ছে?

বাংলাদেশের রাজনীতি কি ক্রমশ প্রহসনে পরিণত হচ্ছে? আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে অস্বাভাবিক ও অস্থির হয়ে উঠেছে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন বিশিষ্ট লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৈয়দ বদরুল আহসান। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গণতান্ত্রিক বিতর্কের জায়গা ক্রমশ দখল করছে হাস্যকর বক্তব্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি। আর এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে শেখ হাসিনা বারবার জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশে ফিরতে চান। তাঁর এই ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশের বর্তমান শাসক মহলে এক ধরনের অস্বস্তি ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন লেখক। তাঁর পর্যবেক্ষণ, শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ঘিরে সরকারের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের বক্তব্যে সেই উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ইচ্ছার পাশাপাশি পাসপোর্ট, ট্রাভেল পাস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য তাঁর আবেদনও বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। কিন্তু এই আবেদনকে ঘিরে সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধির মন্তব্য



পরিস্থিতিকে আরও বিতর্কিত করেছে।

লেখকের দাবি, সরকারের এক প্রতিনিধি এমন মন্তব্য করেছেন যে, শেখ হাসিনা কোথায় রয়েছেন, এমনকী তিনি আদৌ জীবিত কি না, সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত নয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান সম্পর্কে এমন বক্তব্যকে তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

বিদেশ মন্ত্রকের এক প্রতিমন্ত্রীও শেখ হাসিনার পাসপোর্ট বা ট্রাভেল পাসের আবেদন নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জানিয়েছেন, সরকার তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতে আগ্রহী নয়। এর সঙ্গে তিনি শেখ হাসিনার স্বামীর আদি বাড়ি রংপুরে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে 'শ্বশুরবাড়ি' যাওয়ার জন্য ট্রাভেল পাস পাওয়ার প্রত্যাশা না রাখার কথাও বলেছেন।

সৈয়দ বদরুল আহসানের মতে, একজন নাগরিকের পাসপোর্ট বা ভ্রমণ নথির আবেদনকে এভাবে রাজনৈতিক কৌতুকের বিষয় করে তোলা দায়িত্বশীল প্রশাসনিক আচরণ নয়। তাঁর প্রশ্ন, নাগরিকের একটি আইনসম্মত আবেদন কীভাবে রাজনৈতিক কৌশল বা লোকদেখানো পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে?

সরকারের আর এক প্রতিনিধি শেখ হাসিনার পাসপোর্টের আবেদনকে রাজনৈতিক নাটক বলে অভিহিত করেছেন। অন্য এক ব্যক্তির বক্তব্য ছিল, পাসপোর্টের আবেদনের সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে এবং এখন তাঁকে ভারত থেকে প্রত্যর্পণ করে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।

লেখকের মতে, এই ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে প্রতিহিংসা ও জনতার শাসনের বিপজ্জনক প্রবণতাকেই সামনে নিয়ে আসছে।

তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য তুলনামূলকভাবে সংযত ছিল বলে মনে করেন লেখক। তিনি জানিয়েছিলেন, শেখ হাসিনার পাসপোর্ট বা ভ্রমণ নথির আবেদন তাঁর মস্তক খতিয়ে দেখবে। যদিও বাস্তবে সেই প্রক্রিয়া কতটা এগোবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই রাজনৈতিক নাটকীয়তার সবচেয়ে বিতর্কিত পর্ব হিসেবে লেখক তুলে ধরেছেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদ সদস্যদের একাংশের প্রার্থনার ঘটনাকে।

শেখ হাসিনাকে ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়ে তিনি যাতে বাংলাদেশে ফিরতে না পারেন, সেই কামনায় সংসদে প্রার্থনা করা হয়েছে বলে নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন লেখক।

তাঁর মতে, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংসদ সদস্যদের সংসদকে এভাবে ধর্মীয় প্রার্থনার মঞ্চে পরিণত করা নজিরবিহীন। কোনও নাগরিক, এমনকী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও, নিজের দেশে ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু সেই প্রশ্নকে ধর্মীয় আবেদনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়।

লেখকের বক্তব্য, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তি, নীতি ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। তার বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার মনোভাব প্রাধান্য পাচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক উপস্থিতি

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই ঢাকায় অবরোধের ডাক দেয় আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লিগ। এর পর বিভিন্ন শহর ও মফস্বলে আওয়ামি লিগের কর্মী-সমর্থকদের মিছিল ও জমায়েতের খবর সামনে আসে।

লেখকের পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও প্রশাসনিক চাপ সত্ত্বেও আওয়ামি লিগের সাংগঠনিক উপস্থিতি পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাঁর মতে, এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলটির প্রভাব এখনও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ইতিহাসের প্রসঙ্গও টেনেছেন সৈয়দ বদরুল আহসান। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীও আওয়ামি লিগের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ পর্যন্ত দলটির রাজনৈতিক ভূমিকা মুছে দিতে পারেনি। বরং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামি লিগ।

এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান শাসকদের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, কোনও রাজনৈতিক দলকে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি বদলালে সেই দল আবারও রাজনৈতিক পরিসরে ফিরে আসতে পারে।

তবে আওয়ামি লিগের ভবিষ্যৎ প্রত্যাবর্তন কীভাবে ঘটবে, তা নিয়ে নিশ্চিত কোনও পূর্বাভাস দেননি লেখক। তাঁর মতে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে দলটি আবার সক্রিয় হতে পারে। আবার জরুরি অবস্থা জারির মতো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হলে সেই প্রত্যাবর্তন বিলম্বিতও হতে পারে।

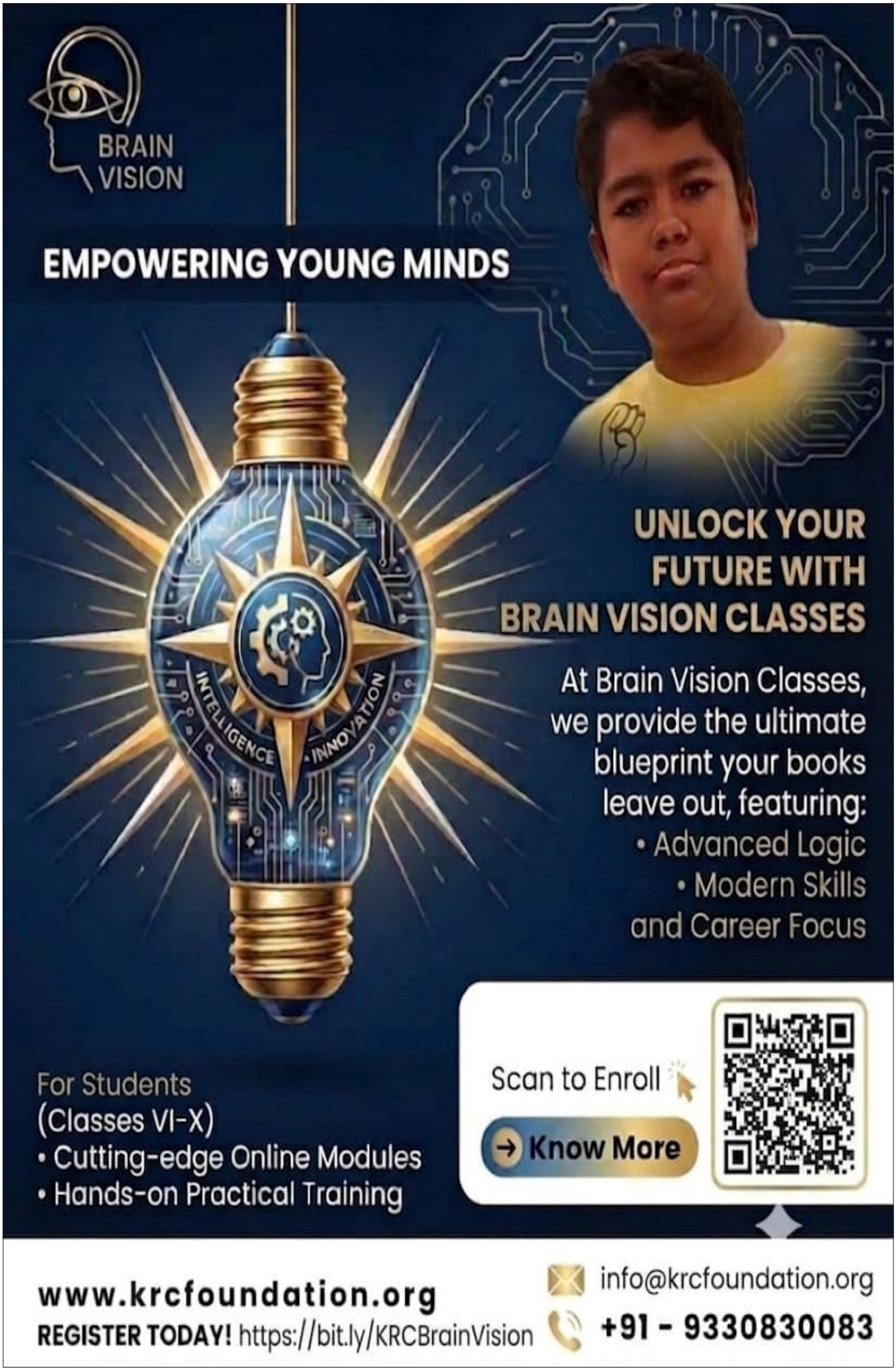
বাংলাদেশের বর্তমান সংকটকে শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি সৈয়দ বদরুল আহসান। তাঁর মতে, দেশের অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং বিদেশনীতি; সব ক্ষেত্রেই গভীর সমস্যা তৈরি হয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ, ধর্মীয় উগ্রবাদের বিস্তার এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলছে বলে তাঁর দাবি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রশাসনিক দক্ষতা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অভাবও প্রকট হয়ে উঠেছে বলে সমালোচনা করেছেন তিনি।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard